দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... JUN 12 1999
পৃঃ কলাম

শাহাবুদ্দীন আহমদ রচিত 'লক্ষ বছর ঝর্ণায় ডুবে রস পায়নাক নুড়ি' গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসব

ভার্সিটির যেসব শিক্ষক নজরুলকে খাটো করতে চান তারা হেয় প্রতিপন্ন হবেন

প্রেস বিজ্ঞপ্তি ঃ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মশতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে প্রীতি প্রকাশন প্রকাশিত বিশিষ্ট নজরুল বিশেষজ্ঞ ও সাহিত্য গবেষক জনাব শাহাবুদ্দীন আহমদ রচিত 'লক্ষ বছর ঝর্ণায় ডুবে রস পায়নাক নুড়ি' গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসবে কবি আল মাহমুদ বলেন, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একটি অংশ নজরুলকে অবজ্ঞা ও হেয় দৃষ্টিতে দেখেন। তারা নজরুলকে খাটো করে দেখানোর অপপ্রয়াসে লিপ্ত। কিন্তু সমালোচনা করে নজরুলকে খাটো করা যাবে না, বরং তারা নিজেরাই হেয় প্রতিপন্ন হবে। গত ৭ জুন সোমবার বিকালে প্রীতি সাহিত্য ফোরামের উদ্যোগে বাংলা সাহিত্য পরিষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এ উৎসবে সভাপতির ভাষণে কবি আল মাহমুদ আরো বলেন, কবিদের কাজ জাতি ও সম্প্রদায়ের ক্ষুধা মেটানো। নজরুল এ দেশের মানুষের সাংস্কৃতিক ক্ষুধা মিটিয়েছেন, তাই নজরুল আমাদের জাতীয় কবি।

প্রধান অতিথি ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী বলেন, নজরুল সমকালেও প্রচণ্ড বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং আজো হচ্ছেন। নজরুলকে স্বচ্ছ ও স্পষ্টভাবে জাতির সামনে তুলে ধরার জন্য 'লক্ষ বছর ঝর্ণায় ডুবে রস পায়নাক নুড়ির' মত বইয়ের ব্যাপক প্রচার হওয়া প্রয়োজন এবং সেই সাথে জাতীয় কবিকে কুহেলিকামুক্ত করার জন্য নতুন নতুন গবেষকদের এগিয়ে আসা উচিত। বিশেষ অতিথি ডঃ এস এম লুৎফর রহমান বলেন, হাজার বছরের বাংলা সাহিত্যে নজরুল বিস্ময়কর এক প্রতিভা। যারা নজরুলের বিরোধিতা করেন তারা হয় নজরুল পড়েননি অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে করেন।

অধ্যাপক মুহাম্মদ মতিউর রহমান বলেন, মেঘ দিয়ে সূর্য ঢাকা যায় না, নজরুল প্রতিভাকে যারা আড়াল করতে চায় তাদের অশুভ তৎপরতার মুখোশ খুলে দেয়ার জন্য 'লক্ষ বছর ঝর্ণায় ডুবে রস পায়নাক নুড়ি'র মত বই ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দেয়া উচিত। বিশিষ্ট ছড়াকার ও সাহিত্য সমালোচক জনাব আহমদ মতিউর রহমান বলেন, এ বই তরুণ প্রজন্মকে বিভ্রান্তির হাত থেকে রক্ষা করবে। কবি হাসান আলীম বলেন, সেবাদাস মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার প্রেরণা যোগাবে এ বই। কবি মোশাররফ হোসেন খান বলেন, নজরুল গণমানুষের কবি ছিলেন এবং তাদের অন্তরে তিনি চিরকাল বেঁচে থাকবেন। এ বই নজরুলের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধাবোধ বাড়াবে। কবি গোলাম মোহাম্মদ বলেন, শাহাবুদ্দীন আহমদের কাছে জাতি ঋণী হয়ে রইল তার নজরুল বিষয়ক গ্রন্থের জন্য। গ্রন্থের প্রকাশক কবি আসাদ বিন হাফিজ বলেন, জাতির প্রতি এক ধরনের দায়বদ্ধতা থেকেই এ গ্রন্থের প্রকাশ। অনুষ্ঠানে মিসেস শাহাবুদ্দীন বলেন, পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের সময় বহু লোক ব্যক্তিগতভাবে এবং চিঠিপত্রের মাধ্যমে এ লেখার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। কিন্তু বই আকারে প্রকাশ করাতে গেলে একশ্রেণীর ক্ষমতাধর বুদ্ধিজীবী তাতে বাধা দিয়েছেন। যার কারণে দীর্ঘ এক যুগের অধিক সময়ে জনপ্রিয় ও মূল্যবান গ্রন্থটি প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি।

গ্রন্থের লেখক শাহাবুদ্দীন আহমদ তাঁর আলোচনায় বলেন, নজরুলকে পড়াবার মত শিক্ষকের এ দেশে খুব অভাব। হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলিম, জৈন, খৃষ্টান নানা ধর্ম সম্পর্কে নজরুলের যে জ্ঞান ছিল, ধর্ম, দর্শন ও ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর যে সচেতনতা ছিল, আরবী ফারসীসহ বিশ্ব সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর যে পাণ্ডিত্য ছিল, সেই জ্ঞান অনেক নজরুল অধ্যাপকেরই নেই। তাই তারা নজরুলকে ভয় পান এবং কেউ সেই স্বরূপ তুলে ধরলে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে তার বিরোধিতায় মগ্ন হন। অথচ কত না অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন আমাদের জাতীয় কবি।